সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধ হল (পিউরিটান বিপ্লব) ইংলন্ডের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়। গৃহযুদ্ধেব চরিত্র নিয়ে বিচার বিতর্কের শেষ নেই, আজো এই বিতর্ক চলছে। এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ দিকে রানীর সঙ্গে পার্লমেন্টের বিরোধ বেধেছিল। প্রথম জেমসের রাজত্বকালে পার্লামেন্টের বিরোধিতা বেড়ে যায়। প্রথম জেমসের পুত্র প্রথম চার্লস (১৬২৫-১৬৪৯ খ্রি.) পার্লামেন্টকে অগ্রাহ্য করে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, ১৬২৯-১৬৪০ খ্রি. পর্যন্ত এগারো বছর ধরে পার্লামেন্ট ছাড়াই দেশ শাসন করেন। ১৬৪০খ্রি. অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে চার্লস পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হন। ১৬৪২খ্রি. থেকে চার্লসের সঙ্গে পার্লামেন্টের লড়াই শুরু হয়ে যায়। ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধের দুটি পর্ব, ১৬৪০-১৬৪২ খ্রি. পর্যন্ত প্রথম পর্বে রাজার মন্ত্রী স্ট্রাফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দীর্ঘ মেয়াদি পার্লামেন্ট (Long Parliament) অনেকগুলি আইন পাশ করে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দূর করেছিল। মিলিশিয়া অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। এই পর্বে শাসক গোষ্ঠির বিভিন্ন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে ১৬৪২-১৬৪৯ খ্রি. রাজা চার্লসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, ইংলন্ডে গণপ্রজাতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। এই পর্বে প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠি জেন্ট্রিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সমাজ বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা হয়।

গৃহযুদ্ধের সমকালীন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বিখ্যাত নামগুলি হল ক্ল্যারেন্ডন, হব্‌স্ ও হ্যারিংটন। রাজকীয় ঐতিহাসিক ক্ল্যারেন্ডন প্রথম এই গৃহযুদ্ধের চরিত্র ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, দীর্ঘকাল ধরে পিউরিটানরা ইংলন্ডের প্রচলিত রীতি-নীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিল। এদের প্রচারের ফলে 'ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর' এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়। ক্ল্যারেন্ডনের মতে, কলহপ্রিয়, ধর্মদ্রোহী, ধনী বণিক, কারিগর, শিল্পী ও সম্পন্ন কৃষকেরা এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী ছিল। এদের হাতে সম্পদ ছিল, ছিল না সামাজিক সম্মান। এই দিক থেকে বিচার করে গৃহযুদ্ধকে 'শ্রেণী সংগ্রাম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হুইগ ঐতিহাসিক এস. আর. গার্ডিনার ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধকে 'পিউরিটান বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। গার্ডিনার জানাচ্ছেন যে গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ হল ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকারের দাবি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধ ছিল ভাবধারাগত।

গার্ডিনার আরো জানিয়েছেন যে প্রথম চার্লস ইংলন্ডের সাংবিধানিক অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জাতীয় আশা-আকাঙ্খা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গার্ডিনারের চিন্তা-ভাবনার ওপর সমকালীন সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর লেখায় গৃহযুদ্ধের অনিবার্যতা এবং রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আভাস আছে।

হুইগ ঐতিহাসিকদের মত কার্লমার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরা মনে করেন যে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লব হল একটি বুর্জোয়া বিপ্লব। যেসব ব্যক্তি পার্লামেন্টের পক্ষ নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তারা হলেন ইংলন্ডের উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি। ইংলন্ডের সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে এই বিপ্লবের কারণ নিহিত ছিল। ইংলন্ডের বেশিরভাগ পুঁজিপতি, ব্যাঙ্কার, বণিক ও কারিগররা ক্যালভিনপন্থা বা পিউরিটান ধর্মের পক্ষ নিয়েছিল। রাজা চার্লস পিউরিটান ধর্মের বিরোধী ছিলেন, চার্চে পিউরিটান সংস্কার প্রবর্তন করতে তিনি রাজী হননি। ধনী, প্রভাবশালী পিউরিটানদের সঙ্গে এজন্য রাজার সংঘাত বেধেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস্ পিউরিটান বিপ্লবের আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি হল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল চরিত্র, অপরটি হল পিউরিটান বিপ্লবের অনিবার্যতা। রক্ষণশীল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান ছিল অনিবার্য।

আধুনিককালের ইংরেজ ঐতিহাসিক টনি, স্টোন ও ট্রেভর-রোপার এই বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। টনির মতে, ১৫৪০-১৬৪০ খ্রি.-এর মধ্যে ইংলন্ডে এক ধরনের শিল্প বিপ্লব ঘটে যায়, এর ফলে ইংলন্ডে ভূমি-নির্ভর অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে। রাষ্ট্র ও প্রশাসনে প্রাধান্য পেয়েছিল জেন্ট্রি। টনি আরো জানিয়েছেন যে পিউরিটান ধর্ম ও ধনতন্ত্রের উদ্ভবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গ্রামীণ জেন্ট্রি, বণিক ও শিল্পপতিরা পিউরিটান ধর্ম ও গণতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছিল। এরা হল সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের চালিকাশক্তি। ট্রেভর-রোপার টনির এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। তিনি জানিয়েছেন যে ইংলন্ডে ভূস্বামী ও জেন্ট্রি উভয়ের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, এরা ছিল একই সামাজিক গোষ্ঠির লোক। রোপারের মতে, বিরোধ ছিল একই সামাজিক গোষ্ঠির দুই অংশের মধ্যে। দরবারী জেন্ট্রি (court gentry) সরকারি কাজকর্ম, ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে স্বচ্ছন্দে বিলাসের মধ্যে ছিল, আর ঈর্ষাপরায়ণ গ্রামের জেন্ট্রি (country gentry) এদের পতন কামনা করেছিল। অধ্যাপক ট্রেভর-রোপার বলতে চান যে কোর্ট ও কান্ট্রি জেন্ট্রির মধ্যে বিরোধ হল গৃহযুদ্ধের কারণ। ইংলন্ডের ধনী অভিজাত ও জেন্ট্রি অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য দ্বন্দ্বে মেতেছিল।

হেক্সটার, জাগোরিন ও ক্রিস্টোফার হিল পিউরিটান বিপ্লবের সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এদের বিশ্লেষণে জেন্ট্রির প্রাধান্য স্বীকার করা হয়নি। এরা পিউরিটান বিপ্লবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন অভিজাতরা। সপ্তদশ শতকে অভিজাততন্ত্র নানাকারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এদের সামরিক শক্তির পতন ঘটে। অভিজাততন্ত্রের পতনের ফলে ইংলন্ডের রাজনৈতিক জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক দাবিগুলি সুস্পষ্টরূপ নিতে থাকে। জনগণ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার দাবি করেছিল। স্টুয়ার্ট রাজাদের আইন-বহির্ভূত অর্থ সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। চার্চে বিশপতন্ত্র এবং

ক্যাথলিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে পিউরিটানরা ছিল সোচ্চার। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সাধারণ মানুষ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অভিজাততন্ত্রের পতনের ফলে গ্রামীণ জেন্ট্রির পক্ষে পার্লামেন্টে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ফরাসি বিপ্লবের মত সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবে জেন্ট্রি শ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছিল, গ্রামীণ জেন্ট্রি শ্রেণী ছিল শিক্ষিত ও ধনী।

ক্রিস্টোফার হিলের মতে, গৃহযুদ্ধের ভৌগোলিক বিভাজন ছিল পরিষ্কার। ইংলন্ডের পূর্ব ও দক্ষিণের সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল পার্লামেন্টের পক্ষে, উত্তর ও পশ্চিমের আধা-সামন্ততান্ত্রিক অঞ্চল গিয়েছিল রাজার পক্ষে। পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিল। ইংলন্ডের সবচেয়ে বড় বন্দর ও শহর লন্ডন পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল। ইংরেজ বিপ্লবের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা, নতুন ভাব ও চিন্তা। বিপ্লবের সময় লেভেলার, ডিগার ও ফিফথ মনার্কিস্টরা সক্রিয় ছিল। এরা সব মানুষের সমান অধিকার এবং 'পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের ধারণা' প্রচার করেছিল। ইংরেজ বিপ্লবের লেভেলার নেতা লিলবার্ন (Lilburne) এবং ডিগার নেতা জেরাড উইনস্ট্যানলির (Winstanley) ভূমিকা অনেকে উল্লেখ করেছেন। রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তা থেকে ব্যক্তিগত অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, মুক্ত চিন্তা ইত্যাদি ধারণা গড়ে উঠেছিল।

জি. এম. ট্রেভেলিয়ান জানিয়েছেন যে ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধ বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লড়াই ছিল না। সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লব হল আদর্শের লড়াই (It is a war not of classes or of districts but of ideas)। ফরাসি বিপ্লবে ছিল দুটি সামাজিক গোষ্ঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের সঙ্গে তৃতীয় এস্টেটের। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ হয়েছিল উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণের। ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধ হয়েছিল দুটি দলের মধ্যে। কোর্ট পার্টি নিজের হাতে সব ক্ষমতা রাখতে চেয়েছিল, এরা ছিল সুবিধাভোগী গোষ্টি। কান্ট্রি পার্টি ছিল সচ্ছল, শিক্ষিত ও দক্ষ, এদের দাবি ছিল সাংবিধানিক অধিকার, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। বিশপদের আধিপত্য, পিউরিটান, প্রেসবিটারের শাসন কোনটাই এদের কাম্য ছিল না। স্বৈরাচারী রাজাকে এরা বিশ্বাস করতে পারেনি। এজন্য মিলিশিয়া বিল পাশ করে সৈন্য বাহিনীর ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে চেয়েছিল। ইংলন্ডে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো স্থাপন করে কান্ট্রি পার্টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিল। একথা ঠিক সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের সব লক্ষ্য পূরণ হয়নি। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে নানাকারণে পার্লামেন্ট ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিরোধ বেধেছিল, সৈন্যবাহিনীকে রাজা ও পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল।

ইংরেজ বিপ্লবের একটি লক্ষণীয় দিক হল এতে রক্তপাত ও ধ্বংসের পরিমাণ ছিল খুব কম। ট্রেভেলিয়ান জানিয়েছেন যে সমকালীন জার্মানি, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনায় ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধ ছিল অনেক বেশি মানবিক। যুদ্ধের স্বাভাবিক হিংস্রতা ও লুটপাট ছিল, তবে ইংলন্ডের কোন অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়নি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়ী ক্ষতি হয়নি। গৃহযুদ্ধের মানবিক চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে ট্রেভেলিয়ান দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রথমত, এই যুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজ জাতির মধ্যে, বিদেশীদের সঙ্গে নয়। এজন্য

হানাহানি সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহজাত দুর্বলতা ছিল। দ্বিতীয়ত, একই পরিবার, পেশা ও অঞ্চল গৃহযুদ্ধের সময় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ জাতি স্বভাবতই মার্জিত ও ভদ্র। এজন্য বিজেতারা বিজিতদের সঙ্গে সদয় ও ভদ্র আচরণ করেছিল। অনেকটা ধর্মীয় কারণে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা ও নৃশংসতা ছিল না। এর একটি কারণ হল সকলে ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধের চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজবোধ্য। আসলে এটি হল ইংলন্ডের ইতিহাসের জটিলতম ঘটনা। ইংলন্ডের অনগ্রসর উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে অগ্রসর পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের লড়াই হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছিল রাজতন্ত্রী, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল ছিল পার্লামেন্টের পক্ষে। লড়াই হয়েছিল অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে জেন্ট্রির, কোর্ট পার্টির সঙ্গে কান্ট্রি পার্টির। ক্যাভালিয়াদের (রাজতন্ত্রী) সঙ্গে রাউন্ডহেডদের (রাজতন্ত্র বিরোধী)। ভৌগোলিক ও সামাজিক এই বিভাজন সহজ ও সরল বলে মনে হয়। বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় আনুগত্য, অবেগ ও অনুভূতি যুক্ত হলে। একই সামাজিক গোষ্ঠির লোক দুই দলে যোগ দিয়েছিল। লন্ডন শহর পার্লামেন্টের পক্ষে ছিল, কিন্তু এখানকার কিছু প্রভাবশালী বণিক রাজার পক্ষ নিয়েছিল। পেশা ও অঞ্চলের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছিল। গৃহযুদ্ধের ভৌগোলিক ও সামাজিক বিভাজন যখন সম্ভব নয় তখন বলা যায় এই গৃহযুদ্ধ ছিল আদর্শবাদের লড়াই, ভাবধারাগত দ্বন্দ্ব, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব নয়।